দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রসঙ্গ ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁস

'কোচিং সেন্টার থেকেই প্রশ্ন ও উত্তরের ফটোকপি পেয়েছি'

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ব্যবসায় গণিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে গ্রেফতার হওয়া পরীক্ষার্থী আমিনুল ইসলাম গতকাল শুক্রবার মোহাম্মদপুর থানা হাজতে স্বীকার করেছে এইম কোচিং সেন্টার থেকে সে প্রশ্ন ও উত্তরসহ ফটোকপি পেয়েছে। শুধু সে নয়, মিরপুর বাংলা কলেজের প্রায় সব শিক্ষার্থীই এই প্রশ্ন ও উত্তরের ফটোকপি পেয়েছে। আমিনুলের কথার সূত্র ধরে পুলিশ প্রশ্নোত্তরের ফটোকপি সংগ্রহ করে। সংগৃহীত প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মূল প্রশ্নের হুবহু মিল পাওয়া গেছে। এই ফটোকপিতে ১০টি প্রশ্নের ক, খ, গ, ঘ প্রতিটি ভাগে ভাগ করা সবক'টি প্রশ্ন ও তার সমাধান দেয়া আছে। এমনকি প্রশ্নের ভাষাতেও হুবহু মিল পাওয়া গেছে। ফটোকপিতে দেখা যায়, প্রশ্নের পাশে একটি নম্বর লেখা। যে নম্বরটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নম্বরের সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে। যেমন ২-এর ক প্রশ্নটি ফটোকপিতে আছে এইভাবে ঃ একটি শ্রেণীর ২৫ জন ছাত্রের মধ্যে ১২ জন ছাত্র মার্কেটিং নিয়েছে এবং ৮ জন ছাত্র মার্কেটিং নিয়েছে কিন্তু ফিন্যান্স নেয়নি, উক্ত শ্রেণীর কতজন ছাত্র মার্কেটিং এবং ফিন্যান্স নিয়েছে এবং কতজন ফিন্যান্স নিয়েছে কিন্তু মার্কেটিং নেয়নি? ফটোকপির এই প্রশ্নটি পরীক্ষায় আসা প্রশ্নটির সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। এদিকে মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, সেদিন ব্যবসায় গণিত পরীক্ষায় প্রতিটি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষাই দ্রুত শেষ হয়ে যায়। যা আমাদের কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। ধারণা করা হয়, ধরা পড়া ছাত্র নকল করেছে কিন্তু অন্য ছাত্ররা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের অন্তত্তলো কষে এসেছিল। ফলে দ্রুতই তারা পরীক্ষা শেষ করে ফেলে। আমিনুলের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের সূত্র ধরে ঢাকার বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ঘুরে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। (২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

কোচিং সেন্টার

(প্রথম পৃঃ পর)

একটি চক্র কোচিং সেন্টার ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন বিক্রি করে টাকা কামাই করছে। এতে আরেকটি বিষয় সামনে এসেছে। তা হলো- এই প্রশ্নপত্র বিক্রির ব্যবসা করেই কোচিং সেন্টারগুলো ছাত্র ধরে রাখে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকার একটি কোচিং সেন্টারের শিক্ষক জানান, এবারের অনার্স ৭২৩১ কোডের ব্যবসায় গণিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তরের কপিটি তিনি দুই হাজার টাকায় কিনে ছাত্রদের দিয়েছেন। কেননা প্রশ্ন বিক্রি না করলে ছাত্র পাওয়া যায় না। তিনি জানান, তিন বছর আগে একবার প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পরও তিনি তা নেননি। পরে তার দেয়া সাজেশন অনুযায়ী প্রশ্ন পরীক্ষায় না আসায় ছাত্রের সংখ্যা কমে যায়। তাই এরপর থেকে প্রশ্নপত্র এলে তা তিনি ছাড়েননি। উক্ত শিক্ষক জানান, ঢাকা কলেজের একটি চক্র এ প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত বলে তিনি শুনেছেন। এছাড়া তিনি যে ছাত্রের কাছ থেকে এ কপি পেয়েছেন সেও ঢাকা কলেজের এক সূত্র থেকেই পেয়েছে বলে জানিয়েছে।

এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি পরীক্ষা কমিটির একজন সদস্যকে এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করছেন। তবে তদন্তের স্বার্থে এখনই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন।